

হারিয়ে যাওয়া সুখগুলো শাহাদাত হোসেন

মাঘের প্রচন্ড শীতের ভোরে,
বাপা পিঠা বানিয়ে সে'রে-
জাগিয়ে আমায় অসম্পূর্ণনিদ্রা হতে-
দু'টি বিশাল পিঠা এনে, মা বলতো খেতে;
ক্ৰোধমেশানোসুরে আমি বলতুম মাকে-
"এমন সকালের সকালে কেউ কাউকে ডাকে"?
মা বলতো, ছেলে, "ভাপা পিঠা ঠান্ডা হলে-
খেয়ে পাবি নে স্বাদ,
আমার সারা রাত্রে কস্ট হ'য়ে যাবে বরবাদ;
মজা না পে'লে তুই খেয়ে-
আমার চিন্তে সুখের ঢেউ আসবে কি ধেয়ে"?
শুনে মায়ের স্নেহের বানী
মধুর হাসিটি ওষ্টেচোখে দিতেম টানি;
মা-ছেলে দুজনায়-
ডুবে যেতুম সুখের যমুনায়॥

পৌষের অপরাহ্নে-
ক্ষিপ্রবায়ুমেশা কুয়াসার বর্ষণে
প্রান্তরের শস্য ঘাস আর
সরিষাফুলগুলো পারস্পরিক ঘর্ষণে-
জ্বলে অবর্ণনীয় রাংগা আলোর ধারা
বি'ছিয়ে দিয়ে রক্তমাংশে, আমায়
করতো সুখে আত্মহারা॥

অবিনাশদের ফুটা টিনের চালে
শ্রাবনের বাদল রিমিঝিমি সুরের তালে
বা'জিয়ে অবিরাম ভৈরবী সংগিত-
চিন্তে জাগিয়েছিলো মহানন্দের গীত;
ঘুমে হারিয়েগিয়েছিঁতার সুখকর প্রতিবেশে,
হৃদয়ের আবাস থেকে নিঃশেষে-
উপড়ে-ফেলেছিলো মম সব-দুঃখাবেশ
পেয়েছিঁনুআমি তাতে সুখ অশেষ ॥

ভাদ্রের প্রাক্কালে-
বাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত খালে
নতুন জলধারা বা'জিয়ে কলকলরব

ভ'রিয়ে দিতো খালের সুন্ধ অবয়ব;
উল্লশিত আমি লাফিয়ে পড়তাম জলে
নিবিড়ছোঁয়ায় তার, শরীর যেতো আনন্দে গলে;
সূর্যের কিরণ যেমনি গ'লিয়ে তুষারস্তপ
বইয়ে দেয় প্রফুল্ল ধারায় ঝরনার সহস্রমুখ॥

ভরা ভাদরের নিশীথে-
ব্যাংগের বাঁশির সাথে মিশে ঝিল্লিরগীত
সৃষ্টি করতো অপূর্ব সংগীত;
প্রবেশি সে-গান মম প্রাণের শবণে-
ঢেলে দিতো সুখ অবিরাম বর্ষণে॥

মাঘের গুধুলিলগনে
সিন্দুপারে ছিলেম মগনে
হেরিতে মূমূষুরবির গলে যাওয়া।
রবির আভায় সিন্ধুর পানি
লভিত রূপ যেনো -সে কাচাসোনার খনি;
আভা-তার চিত্তে লেগে মোর
করে দিতো আমায় সুখে বিভোর॥

প্রতি প্রত্যুষে ধলেশ্বরীর জলে
স্নান সে'রে, পথ হতে বেলী ফুল তুলে,
অন্যমনস্ক ভংগিতে, আমরা দোহে
ফিরতাম ছায়াঘেরা স্নিগ্ধ মোদের গেহে;
পায়ের তালে তালে বে'জে উঠতো আনন্দের সংগিত
সুখে ভরে উপচে পরতো দোহের চিতা॥

চৈত্রের আলস্যমধ্যান্যে, ব'সে আমশাখের তলে
দেখেছি রুগ্নডাহুক সতর্কে চায় চলে
সবুজ জাজিমের মতো কচুরিপানার -
ওপর দিয়ে হেঁটে।
অর্ধখাওয়াকাঠালের চৌহদ্দি ঘিরে
মাছদের অলস গুনগুনানির মধুর সুরে
সুখের ঢেউ খেলে যেতো
প্রাণের ভেতরে- আগে- পিছু;
অমল সুখের জন্যে -
দরকার হতো না আর কোনো কিছুর॥

বিদ্যালয় থেকে ফেরে
গ্রন্থগুলো দ্রুত ফেলে ছুড়ে-

বিদ্যুৎচকিতে যেতুম চলে
বাল্যপ্রেমিকার কাছে।
মোহনচাহনীসজ্জাত সুধা তাঁর
রক্তমাংশে খেলতো ঢেউ সুখের অপার;
ওষ্ঠ মোর বলতো কথা ভাষাহীন -
ওষ্ঠের সাথে তার হয়ে বিলীন।
হারিয়ে যেতুম দোহে দুজন্যের মাঝে;
সুখের সে-ঢেউ এখনো চিন্তে মোর জাগে॥

যে -সুখগুচ্ছ আহরিছিনুতুচ্ছ-প্রপঞ্চতে
মিলে না তা এখন আর শতঅশ্রুপাতে!॥